

## **'RUMORS SPREAD BASED ON COVID- 19 IN BANGLADESH.'**

সামাজিকভাবে,অর্থনীতিতে,শিক্ষা দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে আমাদের বাংলাদেশ।এগিয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ও। সেই ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। কোনো আপদকালীন সময়ে সেটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠে যেমনটা হচ্ছেএই করোনা মহামারীর সময়ে।

প্রথমদিকে মনে করা হতো যে এগুলো কেউ না বুঝে করে ফেলেছে। কিন্তু আস্তে আস্তে এই বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে যে এগুলো পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র করে চলেছে। গুজব একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি অসুস্থ মানুষের অসুস্থ মানসিকতার ফল। কখনো এটি বিশেষ বিশেষ মহল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। সম্প্রতি এমন একটি বিষয় সারাদেশে অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে আমরা যেন সেই আগের যুগে ফিরে গেছি, সেখানে আধুনিকতার লেশমাত্র নেই।

বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। ভাইরাসটির উৎপত্তিস্থল চীন হলেও ইতালিতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালির চেয়েও ভয়ংকর রূপে এ ভাইরাস স্পেনে আক্রমণ করেছে। নানা সমস্যায় জর্জরিত ছোট্ট ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ বাংলাদেশও আজ এই ভাইরাসের কবলে।বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম সারিতে। তাই উন্নত দেশগুলোতে প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা অনেক বেশি। করোনার থাবায় ওই দেশগুলো থেকে গণহারে এ দেশে প্রবাসীরা এসেছেন। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে সরকার পড়েছে নানা সংকটে। জনসাধারণ মানছে না নিয়মকানুন। যেখানে দেশের সর্বসাধারণের ভালোর জন্য নাগরিক হিসেবে সরকারকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দেওয়া উচিত, সেখানে জনগণ ছড়াচ্ছে একের পর এক গুজব। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক বিশ্বে কোথাও আবিষ্কৃত না হলেও বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের মহাগবেষক দাবি করে একের পর এক আবিষ্কার করে চলছে প্রতিষেধক। কখনো থানকুনিপাতা, কখনো আদা-লবঙ্গ দিয়ে রং চা, কখনো গোলমরিচ। দেশের আপামর জনগণ এসবকে করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছে। এসব কি বিশ্বাস করার মতো? পুরো বিশ্ব যুক্তিতে, চিন্তা আর বুদ্ধিতে যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা আদিম যুগে পড়ে আছি। চিন্তাভাবনার লেভেল আদৌ প্রসারিত হয়নি। কয়েক দিন আগে থানকুনিপাতার গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। থানকুনিপাতার পেছনে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছিলাম আমরা। থানকুনির তিনটি পাতা খেলে করোনাভাইরাস প্রতিহত করা যাবে—এ গুজবে দেশের অনেক বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় থানকুনিপাতা। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে—এমন গুঞ্জে এক লাফে ১০ টাকার থানকুনিপাতা ওঠে ১৫০-২০০ টাকায়। এই হচ্ছে আমরা। এসব তথ্য হরহামেশাই বিভিন্ন রকম অনলাইন নিউজ, পত্রপত্রিকায় দেখা যায়।

পুরো বিশ্বে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। উন্নত দেশগুলো আজ চিন্তিত। সবাই প্রাণঘাতী ভাইরাস থেকে বাঁচতে সচেতন হচ্ছে। সেখানে আমাদের দেশের মানুষ গুজব রটিয়ে গুজব খাচ্ছে। বাংলাদেশকে গুজবের দেশ বললেও ভুল হবে না।

এখনই হচ্ছে উপযুক্ত সময় এই গুজবগুলোকে প্রতিহত করার এবং সমূলে বিনাশ করার যাতে করে এটি কখনো আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। অন্যথায় এটি আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে করোনা ভাইরাস আর থেকেও ভয়ংকর হয়ে দ্রুতগতিতে গ্রাস করে ফেলবে। এর জন্যে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. সর্বপ্রথম এই সম্পর্কে যুব সমাজকে সচেতন করতে হবে। কারণ যুবসমাজ যদি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যাও এর বিরুদ্ধে অবগত হতে পারবে। এক্ষেত্রে অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে ভিডিও গেমিং। কারণ ভিডিও গেমিং যুবসমাজ এর বিনোদন এর অন্যতম একটি প্লাটফর্ম। ভিডিও গেমিং এ বিভিন্ন ধরনের এডভার্টাইসমেন্ট ও বার্তা দিয়ে হাইলাইট করা যেতে পারে কারণ এতে যুবসমাজ বেশি আকর্ষিত হয়। তাই গুজবকে প্রতিহত করতে এটি অন্যতম একটি হাতিয়ার হতে পারে।

২. আমাদের দেশের মানুষ এখনো ও ধর্মভীরু। তাই ধর্মীয় বিভিন্ন সভা ও মাহফিল গুজবকে প্রতিহত করার অন্যতম একটি কেন্দ্র হতে পারে। এখানে যদি গুজব এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্যমূলক আলোচনা করা হয় তাহলে সেটা অবসসই গুজব এর প্রচারণা এর বিরুদ্ধে একটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৩. অনলাইন প্লাটফর্মে বিভিন্ন কুইজ এবং গুজব বিরোধী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। এতে করে এর সম্পর্কে সন্মক ধারণা এবং এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনাও দেয়া যেতে পারে।

৪. ডিজিটাল যুগে সোশ্যাল সাইটগুলোতে ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবস্থা গ্রহণ করে সহজেই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়। তাই সাইবার প্লাটফর্মে যদি কোনো গুজব এর মেসেজ বা অডিও পাওয়া যায় তাহলে সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্যে প্রতিরোধমূলক মেসেজ পাঠানো যেতে পারে এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর বদৌলতে সহজেই কোটি কোটি মানুষ এর কাছে পৌঁছানো যাবে।

৫. গুজব ছাড়ানো যে একটি অপরাধ এর সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে, এর বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালাতে হবে। এই অপরাধ এর শাস্তি সম্পর্কেও মানুষকে অবহিত করতে হবে তাহলে এটি অনেকটা কমানো যেতে পারে।

৬. গুজব সম্পর্কিত কোন তথ্য সোশ্যাল সাইটে পাবলিশ হলে সাথে সাথে এই তথ্যের বিরুদ্ধে সাইবার প্লাটফর্মগুলোতে রিপোর্ট করতে হবে এবং এটা করা হলে প্লাটফর্মগুলো বাধ্য হবে এই নিউজগুলো বন্ধ করতে।

৭. গুজব সম্পর্কিত কোনো তথ্য সোশ্যাল সাইটগুলোতে পাবলিশ হলে, আগে যাচাই করতে হবে সংবাদটার সত্যতা, যাচাই বাছাই না করে কখনোই সেটা সোশ্যাল সাইটগুলোতে শেয়ার করা যাবে না এবং এই ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৮. গুজব এর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিবৃতি প্রকাশ এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে যেন মানুষ এসব ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

৯. প্রতিটি জেলায়-উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে গুজববিরোধী সেল গঠন করা যেটা আরেকটি আনুষ্ঠানিক কাজ হতে পারে গুজব এর বিরুদ্ধে।

১০. বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের মোটিভেশন দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষাক্রমেও গুজব এর ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. হাট-বাজার, বাস স্ট্যান্ড, লোকালয় বা জনসমাগম স্থানে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

১২. সর্বোপরি আমাদের দলবদ্ধ হয়ে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে।

সকলের একাত্ম প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার হাত ধরেই এসব গুজবকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর "সোনার বাংলাতে" আমাদের এই বাংলাদেশকে রূপান্তর করা সম্ভব।



7